একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Geographical consciousness and the nature of imperialism in the selected poems of Premendra Mitra before independence

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী প্রেমেন্দ্র মিত্রের নির্বাচিত কবিতায় ভৌগোলিক চেতনা ও সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ

Name of the Author: **Chinmay Saren**

Affiliation: **Assistant Professor, Kazi Nazrul University, West Bengal, India**

Abstract: Poet Premendra Mitra is an unforgettable talent in the history of Bengali literature. Just as the diverse themes of 20th century Bengali literature became one of the main themes of his literature, so too has the issue of human beings repeatedly come up in his literary practice. Although there is some debate about how modern he is as a poet, he was the first to consciously shed light on the suffering of modern people and the far-reaching impact of imperialism on their lives. The way imperialism built on the capitalist structure has affected the daily life consciousness of working people from the beginning. The poet has repeatedly spoken out against it. At the same time, he has made the common people aware of their rights by searching for the nature of traditional consciousness in his poetry and has inspired them to fight against imperialist forces. The article has been presented keeping this idea in mind.

Keywords: Bengali Poetry Literature, Imperialism, Literary practice, Capitalism, Working people, Traditional consciousness.

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী প্রেমেন্দ্র মিত্রের নির্বাচিত কবিতায় ভৌগোলিক চেতনা ও সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ

চিন্ময় সরেন

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, প্রেমেন্দ্র মিত্র হলেন সেই উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, যাঁর প্রয়াণের পর শ্রদ্ধা ও শোকপ্রকাশ করে 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকা লিখেছিল, "A Phenomenon in Bengali Literature." (May 03, 1988), প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় মন্তব্য করেছিলেন -"Premendra is a broken-hearted dreamer, still hoping for the best from a revolution. (Bengali Literature). এহেন মন্তব্যের পর, সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিশেষত কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যকীর্তি নিয়ে আলোচনা করতে হলে, আমাদের বেশ কিছু বিষয়কে সামনে রেখে, আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়ার দরকার আছে।

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রকে নিয়ে আলোচনা করতে শুরুর আগে, আমাদের তাঁর সাহিত্যিক হিসেবে দ্বৈত সত্ত্বার বিষয়টি নিয়ে যতটা গুরুত্ব সহকারে বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে, ঠিক ততোটাই বিভিন্ন সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি এড়িয়ে, কতটা আধুনিক কবি হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, কতটা কল্লোল ঘরানার প্রভাবমুক্ত হয়ে উঠতে পেরেছিলেন এবং বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের সমস্ত রকম ছাপ-ছায়া-প্রভাব এড়িয়ে বাংলা কবিতার অঙ্গনে স্বতন্ত্র ক্ষেত্র নির্মাণ করতে পেরেছিলেন, এই সকল বিষয়গুলি আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

আমরা প্রথমে, সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথাশিল্পী সত্ত্বাটির দিকে আলোকপাত করলে অনায়াসেই বুঝতে পারব যে, কঠোর-কঠিন বাস্তববাদী জীবনচিত্র বুননে, কল্লোল যুগের সাহিত্য ভাবনাকে যে তিনি বহু উচ্চমার্গে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আবার, সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবি ভাবনা বা সত্ত্বার দিকে আলোকপাত করলে, আমরা দেখতে পাব যে, জীবনের সমস্ত রকম ক্লেদ, গ্লানি এবং স্থবির ভাবনাকে অনায়াসে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, তিনি যেভাবে মানুষের কথা এবং জীবন বোধের কথা বলেছেন, সেখানেই তিনি স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন নিজ ভাবনায় এবং অন্যদের নিরিখে।

আমরা কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'মানে' কবিতাটিকে, তাঁর কবিতার অঘোষিত ইস্তাহার হিসেবে ধরে নিলেও বুঝতে পারব যে, কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোল যুগের ভাবমোহ থেকে দূরে সরে গিয়ে, যেন তিনি পরিপূর্ণ মানুষের সত্ত্বা ও অস্তিত্বের বিষয়-ভাবনাটিকেই, তাঁর কবিতার মূল ভাবনা হিসাবে দাঁড় করালেন। কেননা, 'মানে' কবিতার শুরুতেই কবি যখন ব্যক্ত করেন,

"মানুষের মানে চাই –
-গোটা মানুষের মানে!
রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসা সমেত –
গোটা মানুষের মানে চাই।

মানুষ সব-কিছুর মানে খুঁজে হয়রান হ'ল –
এবার চাই মানুষের মানে – নইলে যে সৃষ্টির ব্যাখ্যা হয় না!"

সুতরাং, এই বক্তব্যের পর আমাদের একেবারেই বুঝতে বাকি থাকে না যে, কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র কবিতা চর্চার অঙ্গনে, যে ভাবনার নিরিখে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই ভাবনাটি তাঁর কাব্য-কবিতার ভাবনার ক্ষেত্রে যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

আবার, কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যচেতনা, কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচন, এবং কবিতার ভাবপ্রকাশের দিক থেকে, অনেক পণ্ডিত-সমালোচকেরাই তাঁকে অনাধুনিক হিসেবে যেমন আখ্যায়িত করতে চান, তেমনই, তিনি মানুষের অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হওয়াতে, তাঁকে সাম্যবাদী রাজনৈতিক আদর্শে সিক্ত কবি হিসেবেও তুলে ধরতে চান। কিন্তু, বাস্তবতা ও কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যাদর্শের নিরিখে, আমরা সচেতনভাবে খেয়াল করলে বুঝতে পারব যে, তাঁকে নিয়ে এই হেন মন্তব্যের নির্দিষ্ট কোন সারবত্তা নেই। কারণ, কবি প্রেমেন্দ মিত্রের কবিতায়, আমরা একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের বিষয় ভাবনার স্তুতি যেমন লক্ষ করি, তেমনই অন্যদিকে আগামীর বন্দনাও গভীরভাবে লক্ষ করে থাকি। সুতরাং, এই হেন ভাবনার নিরিখে, আমরা তাঁকে প্রাচীনপন্থী কবি বা অনাধুনিক কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইলে, বিষয়টিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিসরের নিরিখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বলেই, আমাদের ধরে নিতে হবে। কেননা, তাঁর কবিতার মূল ভাবনা এবং সুরটিকে আমরা ভালোভাবে খেয়াল করলে, সহজেই বুঝতে পারব যে, অতীত এবং ভবিষ্যতের ভাবনা দুটিকেই; তিনি এমন সুন্দর করে মিলিয়ে, চিরন্তন জীবন বোধের কথা বলেন, সে কথা আর যাই হোক না কেন, সেটা যে অত্যন্ত আধুনিক; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আবার তাঁর 'কেন লিখি' শীর্ষক প্রবন্ধে, কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র অকপটে স্বীকার করেছেন যে, তিনি বিশেষ কোন রাজনৈতিক ভাবনা থেকে কবিতা লেখেন না। তিনি কবিতা লেখেন মানুষের জন্য। মানুষ এবং মানুষের জীবনই একমাত্র তাঁর কবিতার ধ্যান-জ্ঞান। সুতরাং সেই হিসেবেও, বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের নিরিখে, তাঁর কবিতা বিচার বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত অসমীচীন বলেই মনে করা যেতে পারে। এবিষয়ে, আমরা তাঁর 'প্রথমা' কাব্যগ্রন্থের 'আমি কবি যত কামারের' কবিতাটির দিকে আলোকপাত করলেই, বিষয়টি সহজে বুঝতে পারব। এই কবিতার শুরুতেই কবি যখন কবি ব্যক্ত করেন,

"আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
-আমি কবি যত ইতরের!"

তখন আমাদের মনের মধ্যে, শ্রমজীবীদের কণ্ঠস্বর হয়ে, কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র যেভাবে স্বয়ম্ভু হয়ে ওঠেন, ঠিক সেই স্থানেই আমরা হয়তো, তাঁর মূল বক্তব্যকে নির্ধারণ করতে ভুল করে বসি। আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাবনায়, তিনি হয়ে ওঠেন বিশেষ মতাদর্শের। কিন্তু, তিনি যে আদ্যোপান্ত সর্বস্তরের মানুষের, এটা আমাদের সর্বাগ্রে স্বীকার করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা ভাবনার বিষয়টিকে সামনে রেখে, আমরা তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতায়, ভৌগোলিক চেতনা ও সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ বিষয়ে বিশ্লেষণ করলে, অনায়াসে বুঝতে পারব যে, কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র শুধুমাত্র জীবনের কথা ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি তাঁর কবিতায়, সর্বজনীন জীবনচেতনার কথাটিকে ব্যক্ত করেই, মহান ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে, একদিকে যখন পরাধীনতার গ্লানি আপামর ভারতবাসীকে কুরে কুরে খাচ্ছে, অপরদিকে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিধর দেশগুলোর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক আগ্রাসনও যেন, নিঃস্ব করে তুলেছিল তামাম বিশ্ববাসীকে। শোষণ এবং শাসনের এই দ্বৈত চরিত্র যে, শুধুমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল এমন নয়। বরং, ভারতবর্ষের পাশাপাশি বহির্বিশ্বেও, যেমন - আফ্রিকা মহাদেশ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মতো, বেশ কিছু তৃতীয় বিশ্বের ভৌগোলিক অবস্থান, তাঁদের সম্পদ এবং সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে, বিশ শতকের প্রেক্ষাপটে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিধর দেশগুলো, কীভাবে তাদের নখ-দন্তের আস্ফালন জারি রেখেছিল, তার সুনিপুণ বয়ান উঠে এসেছে, কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের বেশ কয়েকটি কবিতায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পূর্ববর্তী পর্যায়ে, তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থ, তথা – ‘প্রথমা’, ‘সম্রাট’ এবং ‘ফেরারী ফৌজ’ থেকে নেওয়া চারটি কবিতা, যথা – ‘বেনামী বন্দর’, ‘বাঘের কপিশ চোখে’, ‘নীলকণ্ঠ’ এবং ‘ভৌগোলিক’ এই চারটি কবিতার নিরিখে, বিষয়টি আলোচনা করা হল।

আমরা প্রথমে, ‘প্রথমা’ কাব্যগ্রন্থের ‘বেনামী বন্দর’ কবিতাটির দিকে আলোকপাত করলেই বুঝতে পারব যে, বেনামী বন্দরের নামকরণের সার্থকতা বজায় রাখার মধ্য দিয়েই, কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, সাম্রাজ্যবাদের ভয়ঙ্কর শোষণ ও অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মানসিকতাকে; সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। কবিতায় কবি স্পষ্টভাবে বলতে চেয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী মদতপুষ্ট শাসক, শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, সাধারণ মানুষ তথা শ্রমজীবী মানুষের কায়িক পরিশ্রমকে ব্যবহার করে। সাধারণ তথা শ্রমজীবী মানুষের কায়িক পরিশ্রমকে পুঁজি করে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সারা বিশ্বে নিজের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি বিস্তারের পাশাপাশি, তাঁর স্পর্ধা ও জয়ধ্বজা উড্ডীন করে বেড়ায়। অথচ, যে সকল মানুষের পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে, সারা বিশ্বে তাদের এতটা রমরমা, সেই জায়গা থেকে সাধারণ মানুষ তথা শ্রমজীবী মানুষেরা বিনিময়ে কিছুতো পায়ই না, শেষ পর্যন্ত তাদের অস্তিত্বটাকেই পুরোপুরি নিংড়ে শেষ করে দেওয়া হয় এবং এই জগতের ইতিহাস থেকে, তাদের আত্মপরিচয়টিকেই বেমালুম নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। এই কবিতায়, সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত অমানবিকতার গভীর সত্যটিকেই উন্মোচিত করেছেন কবি। তাই কবিতায়, খুবই আক্ষেপের সঙ্গে কবি ব্যক্ত করেছেন:

“মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগ্যদের বন্দরটিতে ভাই,
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভিড়।
...
দুনিয়ার কড়া চৌকিদার যে ভাই
হুঁশিয়ার সদাগরি,

হালে যারা পানি মিলে নাকো আর, তারে
যেতে হবে চুপে সরি'!
...
জনমের মতো জখম হ'ল যে যূঝে;
সওদাগরের জেটিতে-জেটিতে
খাজাঞ্জিখানা ঢুঁড়ে,
কোনো দপ্তরে ভাই,
খারিজ তাঁদের নাম পাবে নাকো খুঁজে!"

এরপর আমরা, 'সম্রাট' কাব্যগ্রন্থের দুইটি কবিতা, যথা – 'বাঘের কপিশ চোখে' এবং 'নীলকণ্ঠ' এই দুইয়ের বিষয়বস্তুর দিকে আলোকপাত করলে বুঝতে পারব যে, সাম্রাজ্যবাদী শাসকের কারারুদ্ধ শাসন ব্যবস্থায় থাকতে থাকতে, মানুষের ব্যক্তি পরিচয় তথা আত্মপরিচয়, কীভাবে 'বাঘের কপিশ চোখে' কবিতায় বর্ণিত গরাদবন্দী বাঘের সাযুজ্যে, পরাধীন ভারতবাসীর ব্যক্তি মানসিকতাতেও ধরা পড়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, গরাদের ওপারেতে বাঘ যে রকম আত্মপ্রত্যয়ী, সেই হিসেবে আমরা; আধুনিক মানুষেরা পরাধীনতা ও সাম্রাজ্যবাদের গ্লানিতে এতটা ব্যাকুল কেন? কবিতায় বর্ণিত বাঘের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সংগ্রাম, একটি বিশেষ স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেও, সে যেরূপ আত্মবিশ্বাসী; সেই রূপে আমরাও যদি না আত্মবিশ্বাসী হতে পারি এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বেড়াজাল না ভাঙতে পারি, তাহলে আমাদেরও পতন অনিবার্য। তাই, এখান থেকে যেভাবেই হোক আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। তাইতো কবি, কবিতার শেষ দুই স্তবকে ব্যক্ত করেছেন –

"জানি আমি এতক্ষণে
বাঘের কপিশ চোখে নাই, -
এ-অরণ্য টেরাই-এর নয়।
সেথা হিংসা বর্ণহীন ক্ষুধা
বস্তুত প্রবাহ-চক্রে মৃত্যু শুধু দ্বার।"

অথবা,

"স্রোতোহীন চেতনায়, গাঢ় গূঢ় অতল সলিলে,
অনেক প্রাচীরে ঘেরা,
অনেক শৃঙ্খলে জোড়া,
নগরের ছায়া গেছে নেমে,
নেমে গেছে অরণ্যে আরেক-
সে-অরণ্যে নব-মৃত্যু মোরা সৃজিয়াছি।"

আবার, 'নীলকণ্ঠ' কবিতায় কবি দেখাতে চেয়েছেন, সুদূর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে পলিনেসিয়া দ্বীপপুঞ্জের ছবি। সেখান থেকে সরে এসে, 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' আফ্রিকা মহাদেশের ছবি। যেখানে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিধর দেশগুলোর ভয়ঙ্কর দাপট এবং নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত সংগ্রামী জীবন চেতনাই যে জীবনের হয়ে শেষ কথা বলবে, এবিষয়ে কবি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী। যদিও কবি আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন –

"হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
আমাদের গলায় কই সেই উদ্দাম উল্লাস,
ঘাসের ঘাগরায় দুরন্ত সমুদ্রের দোলা?
কেমন ক'রে থাকবে?
আমাদের জীবনে নেই জ্বলন্ত মৃত্যু,
সমুদ্র-নীল মৃত্যু পলিনেসিয়ার!
আফ্রিকার সিংহ-হিংস্র মৃত্যু!
আছে শুধু স্তিমিত হয়ে নিভে যাওয়া
-ফ্যাকাশে রুগ্ন তাই সভ্যতা।"

তবুও, সমস্ত রকমের জীর্ণ মানসিকতা ঘুচিয়ে দিয়ে, মরণপণ সংগ্রামী চিন্তা আমাদের মধ্যে জারি থাকলে, আমরা যেকোনো ধরনের শক্তিকে হেলায় হারিয়ে দিতে পারি, এই দৃঢ় অঙ্গীকার।

এবার 'ফেরারী ফৌজ' কাব্যগ্রন্থের 'ভৌগোলিক' কবিতার দিকে আলোকপাত করলে, আমরা বুঝতে পারব যে, শুধুমাত্র ভৌগোলিক স্থানের সীমাবদ্ধতার জন্যই কবি, কবিতাটির নাম 'ভৌগোলিক' রাখেন নি। বরং, ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসের যে নিবিড়-নিপুণ সম্পর্ক যুগে-যুগে, কালে-কালে যুক্ত রয়েছে, এই বিষয়টিকেই তিনি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন এই কবিতায়। শুধুমাত্র আমাদের অখণ্ড বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিসীমা, উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ এমন নয়। বলা চলে, এমন সীমাবদ্ধতা বাঙালি জীবন চেতনায় অতীতে ছিল না। শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে মাথা নত করে, তাদের দেখানো পথ বেয়ে আমরা হেঁটেছি বলেই, আমরা আমাদের অতীত ও ঐতিহ্য চেতনা থেকে বিস্মৃত হয়েছি। তাইতো কবি আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন –

"ছবির মতন গ্রাম
স্বপ্নের মতন শহর
যতো পারো গড়ো,
অর্চনার চূড়া তুলে ধরো
তারাদের পানে;
তবু জেনো আরো এক মৃত্যু-দীপ্ত মানে
ছিলো এই ভূখণ্ডের,
-ছিলো সেই সাগরের পাহাড়ের দেবতার মনে।

সেই অর্থ লাঞ্ছিত হল যে, তাই,
আমাদের সীমা হল
দক্ষিণে সুন্দরবন
উত্তরে টেরাই!”

সুতরাং, সেই আত্মবিস্মৃতি থেকে জেগে ওঠে, আমাদের অতীত ও ঐতিহ্যচেতনাকে মনে রেখে, আমরা যদি সমবেতভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে পারি, তবেই আমাদের জয়, তথা মানুষ এবং মানবতাবাদের জয় নিশ্চিত। বর্তমান বিশ্বেও, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিধর দেশগুলির প্রভাব প্রতিপত্তি যেভাবে মানুষের জন্য, মানবতাবাদের জন্য প্রবল হুমকির স্বরূপ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে, সেই জায়গা থেকে; কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাগুলি থেকে উপলব্ধ জীবন ভাবনাটি যে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হতে পারে, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তথ্যঋণ :

১। দাশগুপ্ত সুরজিৎ (সম্পা.), *কবিতা সমগ্র প্রেমেন্দ্র মিত্র*, সিগনেট প্রেস, ১ম সং – জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা
২। মুখোপাধ্যায় বাসন্তীকুমার, *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা*, প্রকাশ ভবন, ৮ম সং: জুলাই ২০১২, কলকাতা – ৭৩
৩। ত্রিপাঠি দীপ্তি, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*, দে’জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ: আগস্ট ২০১৭, কলকাতা – ৭৩
৪। মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার, *আধুনিক বাংলা কবিতা : স্বরূপে রূপে*, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৫, অগ্রহায়ণ ১৪১২, কলকাতা – ৭৩
৫। মিত্র মঞ্জুভাষ, *আধুনিক বাংলা কবিতা*, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ – এপ্রিল ২০০২, ২৭ - বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ০৯